গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-০৩ শাখা
www.mefwd.gov.bd

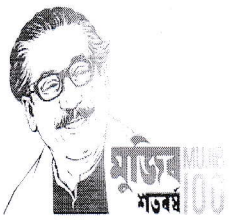

স্মারক নম্বর:- ৫৯.০০.০০০০.১০৬.০২.০০৯.২০-৭৭২

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২২ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪.০৬.২০২১ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি (জুম অ্যাপস্) অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে **৪র্থ সভার কার্যবিবরণী** আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

22/06/2021

(ফারুক আহম্মদ খান)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৬০৪৮
healthad3@gmail.com

বিতরণ: **(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)**

০১. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা;
০২. অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, প:ক: ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
০৩. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
০৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
০৫. মহাপরিচালক, নিপোর্ট,আজিমপুর, ঢাকা;
০৬. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
০৮. অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (সকল);
০৯. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা;
১০. যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা;
১১. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা;
১২. উপ-সচিব (পার-১),স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা;
১৩. উপ-সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-১),স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা;
১৪. সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; এবং
১৫. প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য :

০২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা
০৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mefwd.gov.bd

বিষয় : সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: আলী নূর
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সভার তারিখ ও সময় : ১৪.০৬.২০২১, সকাল ১১.০০টা
সভার স্থান : ভার্চুয়াল সভা (জুম অ্যাপস)

জুম ক্লাউডে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। পাশাপাশি প্রস্তুতকৃত কর্ম-কৌশল অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নম্বর প্রদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অংশীজনের সভা এর আলোচ্যসূচি বাস্তবায়নের জন্যই অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়। সুশাসনের ০৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি অংশীজনদেরকে অনুরোধ জানান-

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
০১.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ	ক) অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ বলেন, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষগণকে নিয়ে বাৎসরিক সম্মেলন আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়াও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারিদের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। খ) অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বলেন, আচরণ বিজ্ঞান বিষয়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	১। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষগণ এর সমন্বয়ে ০২/০৩ দিন ব্যাপী বাৎসরিক সম্মেলন আয়োজন করার সুপারিশ করা হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ
		গ) অধ্যক্ষ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ বলেন, ভাল কাজের পুরস্কার প্রদানসহ আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়াও উক্ত কলেজে ই-টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন।	২। মেডিকেল কলেজ এর অধ্যক্ষগণ এর প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ
		ঘ) অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ বলেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পরিচালক পদায়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নিয়োগ করা প্রয়োজন। হাসপাতাল সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রম দুটির মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। শূন্য পদ পূরণে কর্মচারি নিয়োগ প্রদান এবং পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।	৩। আচরণ বিজ্ঞান/মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
		ঙ) অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ বলেন, উপজেলা পর্যায়ের ডাক্তারদের পদোন্নতি দিয়ে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসেবে পদায়নের পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ
		চ) অধ্যক্ষ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ বলেন, মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা মহামারী কোভিড-১৯ এর	৫। বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজে পার্শ্ববর্তী	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

		চিকিৎসা, পিসিআর ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ধন্যবাদ পত্র প্রদান করা যেতে পারে। ছ) অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ বলেন, মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে র‍্যাংকিং করা প্রয়োজন। জ) অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ বলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করা প্রয়োজন।	মেডিকেল কলেজ এর সমন্বয়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করার সুপারিশ করা হয়।	
		ঝ) অধ্যক্ষ, মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ বলেন, মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য পরিচালন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইএনটি বিভাগের শিক্ষক না থাকায় এমবিবিএস চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।	৬। যে কোন ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (সকল)
		ঞ) অধ্যক্ষ, সিলেট মেডিকেল কলেজ বলেন, কলেজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে। ট) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, অদ্যকার সভার মূল বিষয়বস্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেটি করতে পারলে শুদ্ধাচার কৌশল অর্জিত হবে।	৭। ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে আউট সোর্সিং এর পরিবর্তে রাজস্ব খাতে পদ সৃজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ
		ঠ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, অধ্যক্ষগণের প্রস্তাবগুলো খুবই যৌক্তিক। তিনি বলেন প্রতিটি মেডিকেল কলেজে নৈতিকতা কমিটি প্রণয়ন/আপডেট করতে হবে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করতে হবে। তিনি আরও বলেন শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেটি তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩১শে জুলাই এর মধ্যে সকল মেডিকেল কলেজে এর ক্রয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উত্তম কাজের তালিকা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভাল ও মন্দ কাজের জন্য পুরস্কার এবং তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ড) উপসচিব (পার-১) বলেন যে, তিনি অধ্যক্ষগণের কাছ থেকে সকল বিষয়ে দ্রুত সাড়া পান। তাদের দাবি অনুযায়ী কলেজ ও হাসপাতালের দ্বৈত ব্যবস্থাপনা নিরসন করা দরকার। কলেজ পরিচালনার নীতিমালা, বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করা, আউট সোর্সিং স্টাফ এর পরিবর্তে রাজস্ব খাতের পদ সৃজন করাও যৌক্তিক। অধ্যক্ষগণের অবগতির জন্য তিনি আরও বলেন যে, ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এর মধ্যে ২৯টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এর পদ সৃজন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ০৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এর পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ এর জন্য পৃথক ওয়েবসাইট তৈরি করাসহ বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের কর্মকতা/কর্মচারীগণ এর প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।	৮। মেডিকেল কলেজসমূহ পরিচালনার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
			৯। শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর আওতায় প্রতিটি মেডিকেল কলেজে নৈতিকতা কমিটি প্রণয়ন/হালনাগাদ, ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (সকল)
			১০। মাসিক ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বাচনপূর্বক নির্বাচিত ব্যক্তির নাম ওয়েবসাইট/নোটিশ বোর্ডে প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (সকল)
			১১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এর আদলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরসহ প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ এর জন্য পৃথক ওয়েবসাইট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (সকল)

২৭

		ঢ) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক দু:চিন্তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, বিএমডিসি এর সাথে আলোচনা করে মেডিকেল কারিকুলামে Psychology বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ণ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, চিকিৎসা শিক্ষাকে বিশ্বমানের শিক্ষায় উন্নীত করাই হলো এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। মেডিকেল কলেজসমূহে পদ সৃজনের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ প্রস্তুত করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রস্তাব আসলে জনপ্রশাসন এবং অর্থ বিভাগ থেকে বাদ দেয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।		

০২। বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি বলেন যে, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। নিজ নিজ কাজে দক্ষতা না থাকলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আচরণগত উৎকর্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাস থাকতে হবে। বিশেষত গরীব রোগীদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিহার করা এবং রোগীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য তিনি সকল চিকিৎকগণ-কে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান সহ এ বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৬/১১

মো: আলী নূর
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়